গবাদি পশুর চারণ ভূমি বিনষ্ট হচ্ছে

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

- পরিবেশ শিক্ষার জন্য চাহিদা নিরূপণ,
- শিক্ষা সহায়তাকারী, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন,
- টেকসই উন্নয়নের সহায়ক পেশাগত দক্ষতাসমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা,
- সমতা ও ন্যায়বিচার পেতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা,
- প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নের মূলধারায় ছড়িয়ে দেয়া।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হবে। জনগণ, স্থানীয় সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

কার্যক্রম এলাকা

পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি সাতক্ষীরা জেলার ৫টি উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হবে। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে-

উপজেলা	ইউনিয়ন
১। শ্যামনগর	১। নূরনগর
২। কালীগঞ্জ	২। ধলবাড়িয়া
৩। সাতক্ষীরা সদর	৩। ঘোনা
৪। দেবহাটা	৪। দেবহাটা সদর
৫। আশাশুনি	৫। শোবনালী

শুকিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের গাছপালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাড়ি নং ১৯, সড়ক নং ১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০২-৮১১৯৫২১, ৮১১৯৫২২, ৮১১৫৯০৯
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৮১১৩০১০, ৮১১৮৫২২
ই-মেইল: dambgd@bdonline.com
ওয়েবসাইট: www.ahsaniamission.org

সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ভূমিকা

পরিবেশ আমাদের জীবনেরই একটি অংশ। কারণ পরিবেশ নানাভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের জীবনকে উন্নত করতে হলে পরিবেশকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। আমাদের পিছিয়ে পড়া স্থানীয় জনগণ ও ভবিষ্যত বংশধরকে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন করার মধ্য দিয়েই কেবল টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষকে সচেতন করার একটি কার্যকর কৌশল হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে সচেতন করা যায়। আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ছে, বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে, নানাভাবে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। আমাদের জীবন ও জীবিকার ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এর ফলে আমাদের দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এই অবস্থা কাটিয়ে উন্নয়নের টেকসই ফল পেতে সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি করতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এ জন্য স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে অনেক সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান শিক্ষা কর্মসূচিগুলো পরিবেশ বিষয়ে যেভাবে সচেতন করছে তা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। এর ফলে মানুষের ক্ষমতায়ন যতটুকু হওয়া উচিত ছিল ততটুকু হচ্ছে না।

জাতিসংঘ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালকে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা'র দশক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই দশকের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য মূল্যবোধ, আচরণ আর মানসম্মত জীবন সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদান করা। এর ফলে ভবিষ্যতে একটি সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হবে। জাতিসংঘের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবেশ শিক্ষাকে সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিগত প্রায় আড়াই দশক ধরে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সম্প্রতি দশবছর মেয়াদী (২০০৬-২০১৫) একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। যা শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। আর পরিবেশ হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বলতে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বোঝায় না। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান, যেমন- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবেশকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে দেখে। এ কারণে মিশনের মূল উদ্যোগসমূহ পরিবেশের তিনটি উপাদানকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মিশন ক) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা খ) পেশাগত দক্ষতার নিরাপত্তা এবং গ) সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার দূর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবেশের উপাদান

- প্রাকৃতিক পরিবেশ
- অর্থনৈতিক পরিবেশ
- সামাজিক পরিবেশ

মিশনের উদ্যোগ

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
- পেশাগত দক্ষতার নিরাপত্তা
- সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার দূরীকরণ

বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আহ্ছানিয়া মিশন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বসতবাড়ি এবং সরকারি পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংরক্ষিত এলাকায় বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক পাইলট প্রকল্প

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মূল কর্মসূচির অংশ হিসেবে "এ্যাডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন ফর কমিউনিটিজ টু এ্যাকসেস এডুকেশন এন্ড সোস্যাল সার্ভিসেস (এ্যাকসেস)" নামে পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি "জাপানিজ ফ্রেন্ডস-ইন-ট্রাস্ট এবং এশিয়া প্যাসিফিক কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো (এসিসিইউ) এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলায় চিংড়ি চাষ এবং ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার ফলে পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এই এলাকার পরিবেশ সুরক্ষায় এলাকার মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতন করে তোলা এবং পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

বিস্তীর্ণ এলাকায় চিংড়ি চাষের ঘের এবং লোনা পানির আধিক্য

প্রকল্পের লক্ষ্য

- পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য পিছিয়ে পড়া স্থানীয় জনগণকে চাহিদা ও অধিকার পূরণে উদ্যোগী করে তোলা।